বাংলার কণ্ঠ

তারিখ 0·8 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ০৭

বাকৃবির ওরিয়েন্টেশন ও সমাবর্তনে যাবেন না বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা

বাকৃবি প্রতিনিধি ▶

স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ও সমাবর্তন কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে না বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন সোনালি দল। বুধবার গণতন্ত্র হত্যা ও দুঃশাসনের প্রতিবাদে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালি দল আয়োজিত মৌন মিছিল শেষে ওই তথ্য জানান সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়া।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালি দল বুধবার সকালে গণতন্ত্র হত্যা ও দুঃশাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে মৌন মিছিল বের করে। মৌন মিছিলটি ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ভবন, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনা প্রদক্ষিণ শেষে ফের গ্রন্থাগারের ফটকে এসে শেষ হয়। পরে সংগঠনটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. গোলাম মর্তুজা বক্তব্য দেন। এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া বলেন, দেশে গণতন্ত্র আজ ইট আর বালুর ট্রাকে আবদ্ধ। সারা দেশে দুঃশাসন চলছে। এই দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি শিক্ষক সমাজ। এ সময় তিনি অবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানান।

এদিকে সমাবেশ শেষে ওরিয়েন্টেশন ও সমাবর্তন কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার পক্ষে সোনালি দলের বক্তব্য সংবলিত একটি লিফলেট উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। লিফলেটে জানানো হয়, গত বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের ফুল দিতে বাধা দেয় ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা ছাত্রলীগের বিচার দাবি করেন। গত ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ফুল না দেওয়ায় উল্টো সোনালি দলকে দায়ী করা হয়। প্রশাসন কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নেওয়ায় সোনালি দল স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ও আসন্ন সমাবর্তনে অংশ নেবে না বলে জানিয়েছে।

এদিকে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও আসন্ন সমাবর্তনে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বলেন, বিএনপির আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁরাও ক্যাম্পাসে আন্দোলন করছেন। বিষয়টি সুরাহার ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা রয়েছে।